বিশ্বকাপ ২০০২

ফ্লপ একাদশ

লিখেছেন নাসিম আহমেদ

বিশ্বকাপ শেষে বিভিন্ন পত্রিকা তাদের অল স্টার দল বানাবেন। তৈরি হবে হাজারো ড্রিমটিম। ফ্লপদের নিয়ে কোনো একাদশ তৈরি হয়তো হবে না। এই ফ্লপদের নিয়েই তৈরি করা হয়েছে 'ফ্লপ একাদশ'। এই ফ্লপ একাদশে যাদের রাখা হয়েছে এরা প্রত্যেকে ধারাবাহিকভাবে বাজে খেলেছেন। এই একাদশের খেলোয়াড়রা যাদের সঙ্গে খেলবেন সেই দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রীতি ম্যাচের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো হবে ফ্লপ এগারোজনের কাজ। এই দলটির অধিনায়ক হবেন তুরস্কের অধিনায়ক হাকান সুকুর। কারণ তার দলকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা নেই। এই দল উজ্জীবিত হলে সমস্যা আছে। যদি জিতে যায়!

দলটি খেলবে ৩-৫-২ পদ্ধতিতে। কারণ কোচ আল-জোহার তার দলকে এভাবে খেলাতে অভ্যস্ত। অন্য ফর্মেশনে খেলালে তিনি দলকে খেলাতে পারবেন না।

বিশ্বকাপের সবচেয়ে বাজে গোলরক্ষক বেছে নেয়ার কাজটি ছিলো খুব সহজ। গোলরক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পজিশন সেন্স এবং রিফ্লেক্স খেয়াল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অংশ নেয়া ৩২টি দলের মধ্যে গোলরক্ষকের মূল গুণাবলী কম ছিলো পোল্যান্ডের জর্জি ডুডেকের। গোলরক্ষকের দায়িত্ব পেতে পারতেন সৌদি আলী দায়ই। কিন্তু তার কাছে তেমন কোনো প্রত্যাশা ছিলো বিধায় তিনি দলে ঢুকতে পারেননি। তাই যোগ্য দাবিদার হিসেবে ডুডেককেই রাখা হলো দলে। যদিও লিভারপুলের পক্ষে শেষ মৌসুমে তিনি দুর্দান্ত খেলেছিলেন। বিশ্বকাপের ফর্ম অব্যাহত থাকলে দলের গোল খাওয়া কোনো ব্যাপার হবে না। বিপক্ষ দল পেনাল্টি বক্সে ঢুকলে দর্শকরা গোল দেখতে পাবেন।

ভেরন / আর্জেন্টিনা

মালদিনি / ইতালি

ফ্লপ একাদশের রক্ষণভাগে খেলবেন তিনজন খেলোয়াড়। ডিফেন্ডারদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছিলেন আর্জেন্টিনার পচেত্তিনো, ইটালির মালদিনি, স্পেনের নাদাল। ফ্রান্স থেকে সুযোগ পাচ্ছেন দু'জন– লেবোফ এবং থুরাম। এই পাঁচজনের মধ্যে থুরাম বাদ পড়ছেন। অপরাধ ধারাবাহিকভাবে বাজে না খেলা। পচেত্তিনো, মালদিনি এবং লেবোফ দলে থাকছেন। কারণ এরা সময়ে সময়ে এমন সব ভুল করবেন যা দলকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। এই তিনজনই গতির কাছে হারবেন। এমনকি বল ক্লিয়ারিঙেও এরা পুরোপুরি সফল নন। দেখা যাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণে এরা

সুকুর / তুরস্ক

ভিয়েরা / ফ্রান্স

ফিগো / পর্তুগাল

ওর্তেগা / আর্জেন্টিনা

ত্রেজেগা / ফ্রান্স

পাচেত্তিনো / আর্জেন্টিনা

তিনজন বল পেলে শট নিয়ে প্রতিপক্ষের পায়েই দেবেন। সেই বিবেচনাতে এই তিনজন দলে থাকছেন।

মাঝমাঠ নির্বাচনে সবচেয়ে সমস্যা, একঝাঁক তারকা খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে বেছে নিতে হয়েছে পাঁচ জনকে। খুব ইচ্ছে ছিলো দলে ফ্রান্সের জিদানকে নেয়ার। কিন্তু এক্ষেত্রে তার আহতাবস্থা এবং শেষ ম্যাচটি বাঁচিয়ে দিয়েছে। শেষ ম্যাচে তিনি একাই খেলেছেন, তাই তাকে দলে নেয়া যাচ্ছে না। পাছে দলে নেয়ায় তিনি ভালো খেলে জিতিয়ে দেন। তাই জিদান দল থেকে বাদ।

ভেরনের সঙ্গে মাঠের মাঝখানে থাকবেন ফ্রান্সের ভিয়েরা। ভেরন প্রথম খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আসল দুই ম্যাচেই তাকে মাঠে অদৃশ্য মনে হয়েছিলো। দলের প্লেমেকার ছিলেন, কিন্তু একটি বলও বের করে নিতে পারেননি। বিপক্ষের জন্য মাঠে কোনো ভয়ঙ্কর রূপ হিসেবে তো দাঁড়াতেই পারেননি বরং তাকে পেয়ে যেন বিপক্ষ দল আনন্দেই ছিলেন। তাই তাকে পরে পুরো ম্যাচে খেলতে দেখা যায়নি। ব্যর্থ ভেরন ব্যর্থ 'সেলেস্তে'। বিশ্বকাপের আগে ভিয়েরাকে সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ ভিয়েরা যা খেললেন, দেখার মতো! ভুল পাস, ভুল চার্জ ছিলো তার বৈশিষ্ট্য। তার এই গুণটি ফ্লপ একাদশে তাকে জায়গা করে দিয়েছে। উল্টোপাল্টা চার্জ করে তিনি লাল কার্ডও পেতে পারেন।

তবে জিদান বাদ পড়লেও তার রিয়েলের বন্ধু পর্তুগালের ফিগো থাকছেন। মাঝমাঠের দুই উইংয়ে থাকবেন আর্জেন্টিনার ওর্তেগা এবং ফিগো। ফিগো এই দলে থাকলে বল খুব সহজে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের পায়ে চলে যাবে। টোকা খেলেই বল ছেড়ে দেবেন ফিগো। আর যদি টোকা নাও খান, ফিগো এমনিতেই বল ছেড়ে দেবেন। তিন চারজনকে কাটিয়ে ওর্তেগা বল প্রতিপক্ষের কাছে হারাবেন। তার বল

ডুডেক / পোল্যান্ড

লেবাফ / ফ্রান্স

হারানোর ক্ষমতা এই বিশ্বকাপে ডেনিলসন ছাড়া আর কারো ছিলো না। দুই স্ট্রাইকারের ঠিক পেছনে থাকবেন নাইজেরিয়ার কানু। আহত থাকায় তিনি এই মৌসুমে খুব বেশি ম্যাচ খেলেননি। তারপরও কানু নাইজেরিয়ার ম্যাচগুলোতে ভালো খেলেননি। বাজে পাস দিয়েছেন। ওয়ানটাচ দিতে গিয়ে বল হারিয়েছেন। একাদশেও তাকে এজন্য রাখা হয়েছে। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে তিনি বল হারাবেন। বিপক্ষ দলকে দুশ্চিন্তামুক্ত করবেন। একের পর এক ওয়ানটাচ ভুল করবেন। দুই স্ট্রাইকার থাকবেন তুরস্কের সুকুর এবং ফ্রান্সের ত্রেজেগে। তাদের একের পর এক মিস দর্শকদের বিরক্ত করবে। কখনও হাসির খোরাক জোগাবে। ফাঁকা পোস্টে সুকুর বল ঠেলতে পারবেন না। আর ত্রেজেগে মারবেন বারপোস্টে। এরা দু'জন থাকবেন বলে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক ইচ্ছে করলে গোলপোস্টে ঘুমাতে পারেন। দলে কোচ থাকবেন সৌদি আরবের আল জোহার। তিনি কোচ হিসেবে থাকবেন, কারণ তিনি থাকলে দলকে কোনো পরিকল্পনায় খেলতে হবে না। যে যার ইচ্ছেমতো খেলতে পারবেন। কোনো খেলোয়াড় খারাপ খেললেও সমস্যা হবে না। তাকে বদলাবেন না জোহার। মাঠে চুপচাপ খেলা দেখবেন। হাতের মোবাইল নাড়াচাড়া করবেন। আর খেলা শেষে বের হয়ে আসবেন মাথা উঁচু করে। এ অবস্থা বদলাবে না তার দল আট-দশ গোলে হারলেও।

কানু / নাইজেরিয়া

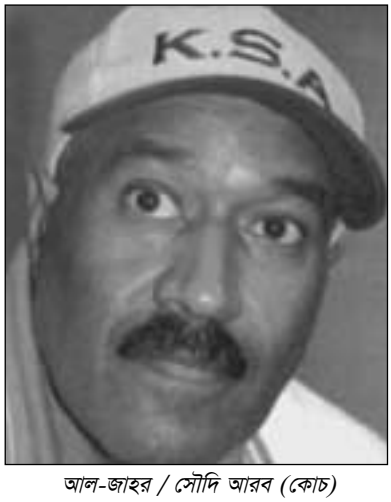

আল-জাহর / সৌদি আরব (কোচ)